প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার কালানুক্রমিক পর্ববিভাগ

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার কালানুক্রমিক পর্ববিভাগ

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রশাখা কাহিনীকবিতা। জীবনের বিভিন্ন সময়ে কবিগুরু বিভিন্ন কাহিনীকবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের সময়কাল মোটামুটিভাবে ১২৮২-'৮৩ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত। সুদীর্ঘ এই কাব্যজীবনে কবির রচিত বিভিন্ন কাব্যে কাহিনীমূলক কবিতাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। কালানুক্রম অনুসারে সেই কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকে পর্ববিভাগ অনুযায়ী উল্লেখ করাই হবে এই অধ্যায়ের অন্বিষ্ট। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ যাবৎকাল বহু প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক ও সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের পর্ববিভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে কাহিনীমূলক কবিতার পর্ববিভাগ করার পূর্বে তাঁদের স্বীয় চিন্তার আলোকপ্রাপ্ত কয়েকটি পর্ববিভাগের উল্লেখ করছি।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক শ্রী নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতাগুলিতে প্রকাশিত অন্তর্ভাব লক্ষ্য করে কাব্যগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে একেকটি পর্বে সজ্জিত করেছেন; তবে কোনো পর্বেরই নামোল্লেখ করেন নি। তাঁর সৃষ্ট পর্ববিভাগটি এইরকম —

এক	ঃ	**পৃথ্বিরাজ-পরাজয়** (১২৭৯) — **প্রভাত সংগীত** (১২৯০)
দুই	ঃ	**ছবি ও গান** (১২৯০) — **চিত্রাঙ্গদা** (১২৯৯)
তিন	ঃ	**সোনার তরী** (১২৯৮-১৩০০) — **চৈতালি** (১৩০২-১৩০৩)
চার	ঃ	**কথা** (১৩০৪-১৩০৬) — **ক্ষণিকা** (১৩০৭)
পাঁচ	ঃ	**নৈবেদ্য** (১৩০৪ ও '০৭) — **খেয়া** (১৩১২ ১৩)
ছয়	ঃ	**গীতাঞ্জলি** (১৩১৩-'১৭) **গীতালি** (১৩২২)
সাত	ঃ	**বলাকা** (১৩২১-'২৩) — **শিশুভোলানাথ** (১৩২৮)
আট	ঃ	**পূরবী** (১৩৩২) — **বনবাণী** (১৩৩৮ '৩৮)
নয়	ঃ	**পরিশেষ** (১৩৩৯) — **বীথিকা** (১৩৪২)
দশ	ঃ	**পুনশ্চ** (১৩৩৯) — **শ্যামলী** (১৩৪৩)
এগারো	ঃ	**প্রান্তিক** (১৩৪৪) — **সানাই** (১৩৪৭)
বারো	ঃ	**রোগশয্যায়** (১৩৪৭) — **শেষলেখা** (১৩৪৮)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার সেনও তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতাবলীতে প্রকাশিত ব্যঞ্জনাধর্মিতা লক্ষ্য করে কাব্যগুলিকে নিম্নোক্ত পর্ববিভাগ অনুযায়ী আলোচনা করেছেন —

সঙ্কোচের বিহ্বলতা (১৮৭৩ - ১৮৮৪)

(ক) আদি-কৈশোরক পর্ব	ঃ	পৃথ্বীরাজের পরাজয় — শৈশব সঙ্গীত
(খ) অন্ত্য-কৈশোরক পর্ব	ঃ	সন্ধ্যাসঙ্গীত — নলিনী
যৌবন স্বপ্ন (১৮৮৪-১৮৮৬)	ঃ	কড়ি ও কোমল
মানসী প্রতিমা (১৮৮৭-১৮৯০)	ঃ	মানসী
স্থলে-জলে (১৮৯০-১৮৯৩)	ঃ	সোনারতরী
অভিসার (১৮৯৩-১৮৯৬)	ঃ	চিত্রা
চাতুর্মাস্য ঃ 'চৈতালি' (এপ্রিল-জুলাই ১৮৯৬)	ঃ	চৈতালি
অন্বেষা (১৮৯৬-১৯০০)	ঃ	কণিকা, কথা ও কাহিনী
নির্ভাবনা মিলে (মে ১৯০০)	ঃ	কল্পনা, ক্ষণিকা
বিক্ষোভ ও সান্ত্বনা (১৯০১-১৯০৩)	ঃ	নৈবেদ্য — উৎসর্গ
প্রতিক্ষারতি ঃ 'খেয়া' (১৯০৫-১৯০৬)	ঃ	খেয়া
গানের তরীতে (১৯০৬-১৯১৩)	ঃ	গীতাঞ্জলি — গীতালি
মানসোৎক (১৯১৩-১৯২৫)	ঃ	বলাকা — প্রবাহিনী
রঙে রেখায় (১৯২৮-১৯৩২)	ঃ	মহুয়া, বনবাণী
ভালোবাসার নিছনি (১৯৩২-১৯৩৭)	ঃ	পরিশেষ — ছড়ার ছবি
শেষ পালা (১৯৩৭-১৯৪১)	ঃ	প্রান্তিক — চিত্রবিচিত্র

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাসকার শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যের একটি পর্ববিভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে সেটিও উল্লেখ করছি —

সূচনা পর্ব	ঃ	কবিকাহিনী (১৮৭৮) — রুদ্রচন্ড (১৮৮১)
উন্মেষ পর্ব	ঃ	সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) — কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)

183769

ঐশ্বর্য পর্ব	ঃ	**মানসী** (১৮৯০) — **চৈতালি** (১৮৯৬)
অন্তর্বর্তী পর্ব	ঃ	**কথা** (১৯০০) — **খেয়া** (১৯১০)
গীতাঞ্জলি পর্ব	ঃ	**গীতাঞ্জলি** (১৯১০) — **গীতালি** (১৯১৫)
বলাকা পর্ব	ঃ	**বলাকা** (১৯১৬) — **মহুয়া** (১৯২৯)
অন্ত্যপর্ব	ঃ	**পুনশ্চ** (১৯৩২) — **শেষলেখা** (১৯৪১)

উপরোক্ত সবকটি পর্ববিভাগই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমার গবেষণা-ক্ষেত্র হল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলিতে বিধৃত কাহিনীমূলক কবিতাবলীর কালানুক্রমিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। সে কারণে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র কাহিনীমূলক কবিতাবলীর পর্ববিভাগ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই পূর্বোল্লিখিত পর্ববিভাগগুলিকে স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীমূলক কবিতাবলীর কালানুক্রমিক একটি পর্ববিভাগ করছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি যে কবি-মনের বিচিত্র ভাবনা-প্রকাশক বিভিন্ন কাব্যোপন্যাস, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, গল্পবীজ বা গল্পাভাসযুক্ত কবিতা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বিধৃত কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিক বিচারে সজ্জিত করে মুখ্যত দু'টি পর্বে বিভক্ত করা হল —

১। প্রাক্-বলাকা পর্ব

২। বলাকা ও বলাকা-উত্তর পর্ব

কাহিনীকবিতার ভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাক্-বলাকা পর্বে দু'টি অংশ লক্ষ্য করা যায় — (ক) আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনীকবিতা (খ) মানসী থেকে প্রাক্-বলাকা কাহিনীকবিতা।

'আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনীকবিতা' অংশে বিধৃত কাব্যোপন্যাসধর্মী দীর্ঘ কাহিনীকবিতাগুলিতে কাহিনীর নায়কের স্থানে কবির আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীতে রয়েছে বাস্তববোধের অভাব ও অপরিণতি। সে ক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছে কবিমনের অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস।

'মানসী থেকে প্রাক্-বলাকা কাহিনীকবিতা' অংশে বিধৃত কাহিনীকবিতাগুলিতে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে রূপকথার বিষয়, অন্যদিকে ব্যক্ত হয়েছে জীবন সম্পর্কে উপলব্ধ সত্য, অতীতের আদর্শ-ঐতিহ্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা-মূল্যবোধ ও সেবাধর্মের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা।

বলাকা ও বলাকা - উত্তর পর্বে **'বলাকা ও পরবর্তী কাহিনীকবিতা'** অংশে বিধৃত কাহিনীকবিতাগুলি মানবজীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধির ফসল। নিজের চারপাশের সমাজ ও মানুষকে কবি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই নিজ অনুভূতির রসে জারিত করে কাহিনীকবিতার রূপ দিয়েছেন।

আলোচ্য পর্ব ও পর্বাংশে বিধৃত প্রাসঙ্গিক কাব্যগুলিতে যে সমস্ত কাহিনীমূলক তথা গল্পবীজ বা গল্পাভাসযুক্ত কবিতা, গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলির নামোল্লেখ প্রাসঙ্গিক কাব্যগুলির পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে করা হল —

প্রাক্ - বলাকাপর্ব

(পৃথ্বিরাজের পরাজয় — গীতালি)

(ক) আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনীকবিতা

কয়েকটি দেশপ্রেমাত্মক কবিতা, পৃথ্বিরাজের পরাজয় কাব্য, বনফুল, কবিকাহিনী, রুদ্রচন্দ্র, ভগ্নহৃদয়, বিষ ও সুধা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

বাল্মীকি প্রতিভা

কালমৃগয়া

শৈশব সঙ্গীত (ফুলবালা, লীলা, অপ্সরা প্রেম, ভগ্নতরী)

ছবি ও গান (একাকিনী, অভিমানিনী)

নলিনী

কড়ি ও কোমল (খেলা, কাঙালিনী)

(খ) মানসী থেকে প্রাক্-বলাকা কাহিনীকবিতা

মানসী (সুরদাসের প্রার্থনা, বঙ্গবীর, বধূ, মেঘদূত)

মায়ার খেলা

চিত্রাঙ্গদা

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সোনারতরী (যেতে নাহি দিব, হিংটিংছট্, বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা, পরশপাথর, দুইপাখি, আকাশের চাঁদ, পুরস্কার, গানভঙ্গ)

চিত্রা (ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, দুইবিঘা জমি, আবেদন, বিজয়িনী, স্বর্গ হইতে বিদায়, নারীর দান)

কণিকা (অকর্মার বিভ্রাট, হার-জিত, ভার, কীটের বিচার, শক্তের ক্ষমা)

কাহিনী	(গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ)
কল্পনা	(জুতা আবিষ্কার)
কথা ও কাহিনী	(শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণ, মস্তক বিক্রয়, পূজারিনী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, অপমানবর, স্বামীলাভ, স্পর্শমণি, বন্দীবীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, গুরুগোবিন্দ, শেষশিক্ষা, নকলগড়, হোরিখেলা, বিবাহ, বিচারক, পণরক্ষা)
	এবং
	(গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, দেবতার গ্রাস, নিষ্ফল উপহার, দীনদান, বিসর্জন, জুতা আবিষ্কার)
শিশু	(বিচিত্র সাধ, মাস্টারবাবু, ব্যাকুল, বীরপুরুষ, রাজার বাড়ি, পূজার সাজ)

বলাকা ও বলাকা-উত্তর পর্ব

(বলাকা - শেষ লেখা)

বলাকা ও পরবর্তী কাহিনীকবিতা

বলাকা	(ছবি, শা-জাহান)
পলাতকা	(পলাতকা, চিরদিনের দাগা, মুক্তি, ফাঁকি, মায়ের সম্মান, নিষ্কৃতি, মালা, ভোলা, ছিন্নপত্র, কালোমেয়ে, আসল)
শিশু ভোলানাথ	(বুড়ি, রবিবার, পুতুলভাঙা, সাত-সমুদ্র-পারে, খেলা-ভোলা, পথহারা, দুয়োরানী)
মহুয়া	(উজ্জীবন, সাগরিকা, নাম্নী কবিতাগুচ্ছ)
পরিশেষ	(আছি, বালক, নূতন শ্রোতা, আরেক দিন, রাজপুত্র, শূন্যঘর, স্পাই, পুরানো বই)
পুনশ্চ	(পুকুর ধারে, অপরাধী, ফাঁক, বাসা, ছেলেটা, সহ-যাত্রী, শেষ চিঠি, বালক, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে, খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু, শুচি, রঙরেজিনি, মুক্তি, প্রেমের সোনা, স্নান সমাপন, প্রথম পূজা, শিশুতীর্থ, শাপমোচন)
বীথিকা	(মিলনযাত্রা)

শেষ সপ্তক (৩১, ৩২, ৩৩ সংখ্যক কবিতা)

শ্যামলী (শেষ পহরে, কন্নি, হঠাৎ দেখা, অমৃত, দুর্বোধ বঞ্চিত, অপরপক্ষ)

খাপছাড়া (২১, ২৪ সংখ্যক কবিতা)

ছড়ার ছবি (জলযাত্রা, কাঠের সিঙ্গি, যোগীনদা, বুধু, কাশী, পিস্‌নি, অচলা বুড়ি, সুধিয়া, মাধো, আতার বিচি, মাকাল, শনির দশা, বাসা বাড়ি)

প্রহাসিনী (মাল্যতত্ত্ব)

আকাশ প্রদীপ (যাত্রা, ময়ূরের দৃষ্টি, বধূ, শ্যামা, স্কুল পালানো, কাঁচা আম, সময়হারা)

সানাই (বাসাবদল, পরিচয়)

এই পর্ববিন্যাস অনুযায়ী পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কাহিনীকবিতাগুলির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, কবির মননধর্ম এবং আঙ্গিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।